বিজ্ঞাপন।

'বিজ্ঞাপন' অর্থাৎ যদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে বিশেষভাবে জ্ঞাত করান যায়। অতএব যদ্দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহাকে 'বিজ্ঞাপন' বলিলে ভুল হইবে না। এক্ষণে দেখা যাউক, সভ্যজগতে কত প্রকার বিজ্ঞাপন প্রচলিত আছে।

প্রথম প্রকার—ছাপান বিজ্ঞাপন। লাল, নীল, সাদা, কাল, সবুজ, বেগুনে, হরেক বর্ণের কাগজে হরেক বর্ণের কালীতে, হরেক রকমের অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। অক্ষরগুলির কতমত ছাঁদ, কত রকমারি কেতা, গণিতের কথায় "all sorts of permutations and combinations possible." ছোট অক্ষরের পাশে বড় অক্ষর, দুটী ছোট একটী বড়, ছোটবড়র মাঝে মাঝারি, এই প্রকার বিজ্ঞাপনদাতার রুচি, বুদ্ধি, কলাজ্ঞান, পরিমাণ-জ্ঞান অনুসারে নমুনার প্রভেদ। তার পর কাগজ—বালির কাগজে দু-আনা পাউণ্ডের কালীতে বিজ্ঞাপন ছাপা "সকল রকমের অর্ডার সপ্লাই করি।" আবার কেহ ঘুঁড়ির কাগজে ছাপাইয়াছেন—"সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা * * ষ্ট্রীটে * * নং বাড়ীতে একটি কেক্ বিস্কুট, চা কফি ইত্যাদির রেষ্টরেণ্ট খুলিয়াছি। পরিক্ষা প্রার্থণীয়"—(বানানের বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়!) ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রকম বিজ্ঞাপন দেওয়ালের গায়ে আঁটা দেখা যায়। এই প্রকার বিজ্ঞাপন সচরাচর বড় বড় কাগজেই হয়, তবে অক্ষরের কায়দাটা ঠিক থাকে। এমন অনেক বিজ্ঞাপন দেখা যায় যাহার প্রথম পংক্তি তিন ইঞ্চি কিন্তু তার পরের অক্ষরগুলি সিকি ইঞ্চি ত পরের কথা, পিঁপড়ার পার মত ছোট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম পংক্তির নিকট পরবর্ত্তী পংক্তি বিরাটপুরুষের পার্শ্বে যেন বালখিল্য ঋষির দল। যেমন,—"তকত কিষণ সুরজ সিং" প্রথম পংক্তিতে তিন ইঞ্চি অক্ষরে ছাপা, তার নীচে (½") এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগের মত ছোট অক্ষরে ছাপা "দেশী ও বিলাতী কাপড়-বিক্রেতা, বড়বাজার"। পথে চলিতে এই প্রকার কত বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞাপন দেওয়ালে আঁটা দেখা যায়। এই সকল বিজ্ঞাপন "স্থাবর," অর্থাৎ দেওয়ালে আঁটা, সুতরাং তাহাদের চলিবার শক্তি নাই। তবে কখনও কখনও

এই সকল বিজ্ঞাপন হাতে হাতেও বিলি হয়। তখন এগুলি 'অস্থাবর' হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় প্রকার—'চলন্ত' (সাধুভাষায় 'জঙ্গম') বিজ্ঞাপন। একটি তিন চাকার গাড়ীতে একটি কাঠের বাক্সের মত বসান আছে, আর তাহার চারিধারে বিজ্ঞাপনের কাগজ আঁটা, একটি লোক সেই গাড়ীটী টানিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অথবা একটি ঐ প্রকার ফ্রেম একটি লোক মাথায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনেক সময় ফ্রেমটী তিনকোণা অর্থাৎ দুখান তক্তা বা সেই প্রকার ফ্রেম দিয়া একটি ত্রিভুজের মত করা হয়; ঐ দুখানি ফ্রেমে ছাপান বা বড় বড় করিয়া হাতে লিখিয়া বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দেওয়া হয়, আর মাহিনাকরা লোক রাস্তায় রাস্তায় সেটী লইয়া বেড়ায়। এই প্রকার বিজ্ঞাপনকে 'চলন্ত' বিজ্ঞাপন বলিতে পারা যায়। 'চলন্ত' বিজ্ঞাপনের নমুনা—

"শেষ রজনী! অদ্য শেষ রজনী"। কতিপয় ভদ্রলোকের বিশেষ অনুরোধে কেবল আজ আমরা খেলা দেখাইব।

দি...সার্কাস

আসুন, দেখুন, বিলম্বে

অনুতপ্ত হইবেন

মিস্ * * কের অদ্ভুত ক্রীড়া

দেখিয়া অভিভূত হউন।"

ইত্যাদি।

অনেকে আবার এতটী ব্যয় করিতে রাজি নহেন।—তাঁহারা সংক্ষেপ করিয়াছেন—"Drink Beer অথবা Tea" অথবা ট্রামের ছাদে সাইনবোর্ড "Who pays ? for your whisky ?"

তৃতীয় প্রকার—সাইনবোর্ড—ইহাও 'স্থাবর' বিজ্ঞাপন। কেননা ইহা যেখানকার সেইখানেই থাকে। দোকানের সম্মুখে, উপরে, কাঠের বা টিনের উপর, ক্বচিৎ কাচের ফ্রেমে কত কায়দায় কত রং-বেরঙ্গের বর্ণে হরেক প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত বানানে সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে। নিম্নে কয়েকটী নমুনা দিলাম :—

"Hot T tea গরম T চা"

"এই যে আপনার পরিচিত * * * মোদকের দোকান"

"গোয়ালিনী-মার্কা গাঢ় দুগ্ধ ব্যবহারে আনিবেন।"

"আসুন, ঠকিবেন না" "ধারে বিক্রয় নাই"

"বাজার চল্‌তি মিশ্রিত ঘি ও সরিষার তৈল"

"গোলডেন বার্জ্জাই—তামাকু খাও।" "উৎকৃষ্ট তামাক"

"—মনোহারী দোকান।"

"বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের তৈরী মাংসের চপ্ কাটলেট"

"আপনি কি চান? ভিতরে অনুসন্ধান করুন।"

"বিশুদ্ধ গঙ্গাজলে প্রস্তুত সন্দেস, বিধবাদিগের জন্য"

চতুর্থ প্রকার, চিত্রে বিজ্ঞাপন, যেমন—একটি ঘড়ির দোকান আছে—উপরে কোন সাইনবোর্ড লেখা নাই কিন্তু দোকানের উপর রাস্তার দিকে টিনে আঁকা একটি বড় টেকঘড়ি আছে। দুগ্ধের দোকানে কোন সাইন্-বোর্ড লেখা নাই, দোকানের উপর সাইনবোর্ডে একটি গাই ও বাছুর আঁকা আছে, পাশে দুধের ভাঁড়হাতে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। একটি গরম চার দোকান আছে—তাহার উপর একটি সাইনবোর্ডে এক খানসামা একটি ট্রে (Tray) করিয়া কয়েকটী চার বাটী, চামচে, প্লেট লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐ ঘড়ি, গাই, বাছুর, ভাঁড়হাতে লোক, চার বাটী, প্লেট ও চামচেহাতে খানসামা বুঝাইয়া দিতেছে কোন্‌টী কিসের দোকান।

জগতে মুদ্রণ, এমন কি লিখন-প্রণালীর উদ্ভবের পূর্ব্বেও বোধ হয় চিত্রণ-প্রণালীর উদ্ভব হইয়াছিল। অতএব এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপন মানব-সভ্যতার সেই প্রাচীন অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পঞ্চম প্রকার—ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর প্রণালীর বিজ্ঞাপন। যথা, দোকানের সম্মুখে রকমারি নূতন কাপড় টাঙ্গান দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় যে ইহা কাপড়ের দোকান; কাচের আলমারীতে cellulloid এর খোকার গায়ে সাচ্চাজরীর কাজকরা মখমলের জামা দেখিয়া বুঝা যায় যে ইহা জামার দোকান। ফেরিওয়ালার কণ্ঠনিঃসৃত রকমারি বোল ত স্পষ্টাস্পষ্টি বিজ্ঞাপন (ইহা হইল ষষ্ঠ প্রকার)। আবার কর্ণপটহভেদী কাঁসরের শব্দ শুনিয়াও বুঝা

যায় যে ইহা কাঁসাপিতলের বাসনওয়ালার বর্ব্বরযুগোচিত বিজ্ঞাপন। এইটি 'সপ্তমে' উঠিল।

এইবার অষ্টমের পালা। আর এক প্রকার বিজ্ঞাপন, ইহাতে হাবে ভাবে,চালে চলনে সব বুঝাইয়া দেয়। একে একে এই শ্রেণীর কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

কেদার বাবু এক পয়সার বিড়ি কিনিয়া বিড়িওয়ালাকে বলিলেন—"টাকার পয়সা আছে?" সে বলিল, "না বাবু"। তখন কেদার বাবু তাঁহার ব্যাগের সমুদায় সম্পত্তি হাতড়াইয়া বহুক্ষণ পরে তাহা হইতে বাছিয়া একটি আনি তুলিয়া দিলেন।

যদুবাবুর একটি ভাল আংটী আছে, তাই তিনি যখনই বাড়ীর বাহির হন বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন তখনই ঐ আংটীটি পরেন। আর হাতটী এমন ভাবে রাখেন যেন সহজেই সকলে আংটীটি দেখিতে পায়।

শ্যামবাবু সে দিন পরের পয়সায় ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়াছিলেন, পথে তাঁহাদের আপিসের হারুবাবুর সহিত দেখা—অমনি শ্যামবাবু গাড়ী হইতে গলা বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হারুবাবু আজ আর যেন আপিসে দেরী ক'রে যাবেন না"। হারুবাবু শ্যামবাবুকে হয়ত দেখেন নাই, আর তিনি কোন দিন আপিসে দেরীতেও যান না। শ্যামবাবুর উদ্দেশ্য—লোককে জানান যে তিনি হারুবাবুর উপরে কাজ করেন, আর হারুবাবুকে দেখান যে তিনি রোজ যেন দুবেলা ঘোড়ার গাড়ীতেই যাতায়াত করেন।

রাধানাথ বাবুর সেদিন বড় জামাই আসিয়াছেন বলিয়া রাধানাথ বাবু গৃহিণীর অনেক গঞ্জনায় বাধ্য হইয়া একটা ভেটকি মাছ কিনিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, রাস্তায় আপিসের আর সব বাবুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। রাধানাথ বাবু একটু গম্ভীর-ভাবে বলিলেন—"নাঃ আর মাছ খাবার পাট তুলিয়া দিতে হয়, মশাই কাল এরকম একটা মাছ ছ' আনায় নিইচি, আর আজই দাম একেবারে দশ আনা!" পাঠক বুঝিলেন ত রাধানাথ বাবুর বিজ্ঞাপনটী কি?

সীতানাথ বাবুর বাড়ীর মেয়েরা শান্তিপুরে যাইতেছেন। রাত্রে গাড়ীতে যাইতে হইবে, অথচ গাড়ীতে যাইতে হইলে বেশভূষার পরিপাটি না হইলে চলে না। আর গহনাও আছে যখন, গায়ে দিয়া যাইতে দোষ কি? কিন্তু, একটি

'কিন্তু' আসিয়া সব মাটি করিয়া দিয়াছে। 'কিন্তু' দেখা দেওয়াতে তার ভাই 'যদি'ও আসিয়া হাজির। সীতানাথ বাবু বলিলেন—"রাত্রে গাড়ীতে যাইতে হইবে গহনাগুলি সাবধানের দরকার—যদি—।" তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—"অচ্ছো, সে সাবধান হইয়াছে, তুমি যেমন হাঁদা, তোমার কাছে গহনার ক্যাস্‌বাক্স দিলে কিন্তু আর ফিরিয়া পাইবার আশা নাই।" গাড়ীতে উঠিবার সময় দেখা গেল, সীতানাথ বাবুর স্ত্রী তাঁহার প্রায় সমুদয় গহনা শক্ত করিয়া পেট-কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়াছেন, তবে সীতানাথ বাবু যাহাতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন যে সকল গহনাই সাবধানে আছে, তাই তিনি এমন ভাবে গহনাগুলি রাখিয়াছেন যেন সহজেই লোকে—না, না, সীতানাথ বাবু—দেখিতে পান।

সেবার পূজার পর সতীশবাবু আপিস-ফেরতা বাড়ী যাইতেছেন। তিনি কালীবাবুকে বলিতেছেন—"আর মশাই বল্‌ব কি এ রকম কাজ মানুষে করে!" অমনি কালীবাবু, হরেন বাবু ইত্যাদি বলিয়া উঠিলেন—"কেন কেন, কি হইয়াছে?" সতীশবাবু একটু বেশী ইংরাজী জানেন বলিয়া মনে করেন, তাই তিনি অনেক সময় ইংরাজীই বলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—"এই দেখুন না Last Pujah holidays এ আমার Brother-in lawর কাছ থেকে একখানা Benaresএর Railway pass procure করেছিলুম। আমি আর আমার family এই দুজনেই গেছলুম, কিন্তু মশাই আমি lifeএ এমন trouble suffer করিনি। বল্‌তে কি I don't care for me, আমার pity হচ্চে আমার wifeএর জন্যে। আপিস ছুটীর পরদিনই start কল্লুম। Howrah Stationএ গিয়ে দেখি প্রায় two hours আগেই Delhi Express একেবারে packed up! একেবারে ন স্থানং তিলধারণং। শেষে Station-মাষ্টার আরও চারখানা carriage, add করে দিলে, তাও কি ভিড় কমে? যাক্ Benares এ গিয়ে ত পৌঁচুলুম। সেখানে আবার Hackney পাওয়া যায় না, সব engaged হয়ে গ্যাচে, শেষে কি করি দায়ে পড়ে, especially আমার wifeএর জন্যে, Motor Taxi hire কর্ত্তে হ'ল। সেখানে অবিশ্যি আমার friend এর বাড়ীতে বেশ quite at home ছিলুম। আরামে এক fortnight কাটিয়ে Return Journeyর সময়, মশায়, সে যে কি

বিপদ্—ব্যাপার খুবই serious হয়ে দাঁড়িয়েছিল——। (যাক সতীশ বাবুর কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত বলিতে দিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না।) সতীশবাবু শেষে ইহাও জানাইয়া রাখিলেন যে এবার Xmas holidaysএ একবার Darjeeling না হয় Ranchiতে যাবার ইচ্ছে আছে, তবে this time alone, আর ও সব ঝঞ্ঝাট্ তিনি bear কর্ব্বেন না। গাড়ীসুদ্ধ লোক অবশ্য মনোযোগের সহিত সতীশবাবুর সকল কথা শুনিল। ইহাও একটা বড়রকমের বিজ্ঞাপন নহে কি?

ফণীবাবু আর যতিবাবুর বাড়ী রাস্তার এধার ওধার। যতিবাবুর কন্যার বিবাহ। ফণীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা যাইবেন বলিয়া একখানা সেকেন-কেলাস গাড়ী আসিল। বিবাহ সন্ধ্যার পর, তবে বিবাহের সব দেখা শুনা বন্দোবস্ত করার জন্য বৈকালেই ফণীবাবুর বাড়ীর মেয়েদের যাইবার আবশ্যক। তাই তাঁহারা বৈকালেই গেলেন; তবে নিমন্ত্রণ-বাড়ী তাই গাড়ী আনা, অন্যদিন ত হাঁটিয়াই যাওয়া যায়। কর্ম্মবাড়ী, পাঁচজনের যাওয়া-আসা আছে, আর বাড়ী খালি থাকে, তাই গহনাগুলি গায়ে দিয়াই গেলেন। গহনাগুলি জামা কাপড়ের নীচে থাকিলে অসুবিধা হয়, তাই সেগুলি জামা কাপড়ের উপরেই পরিলেন। ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক।

ছাত্রজীবনেও এই বিজ্ঞাপনের প্রসার আছে।

ধীরেন First Year Classএ পড়ে, কিন্তু এখনই সে "Works of Shakespeare","Works of Shelley,""The History of Philosophy" ইত্যাদি ধরণের বই কলেজের পুস্তকাগার (College Library) হইতে লইয়া প্রত্যেকখানি ২।৩ দিনের মধ্যেই শেষ করিয়া ফেলে! কলেজের সকল প্রোফেসার ও প্রিন্সিপ্যাল ধীরেনের কাছে কত আশাই না করেন! প্রিন্সিপ্যাল ক্লাসে বলিয়াছেন, ৫।৬ বৎসরের মধ্যে ধীরেনের মত পাঠক ছাত্র (studious boy) তিনি দেখেন নাই। তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন, ধীরেন এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হইবে। যথাসময়ে কিন্তু ধীরেনের নাম গেজেটে পাওয়া পাওয়া গেল না!

হরানন্দ এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে, তজ্জন্য সে এখন হইতেই I. Sc.র জন্য Todhunterএর Trigonometry রোজ একটু একটু পড়ে, যেখানটা

একটু শক্ত ঠেকে, সেখানটা বুঝিয়া লইবার জন্য স্কুলে বইটী আনে। তা ছাড়া সে রোজ ২।৩ খানা বাহিরের বইএর শক্ত অংশ (passage) বুঝিবার জন্য বইগুলি স্কুলে আনে। এজন্য তার বইএর বোঝা বেশী হয়, তাহাতে দোষ কি? আত্মোন্নতির চেষ্টা কি নিন্দনীয়?

একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলে এই ধরণের আরও কত রকমের বিজ্ঞাপনের নমুনা পাওয়া যায়। 'বিস্তর বলিতে গেলে পুথি বেড়ে যায়।'

শ্রীহরিসাধন গঙ্গোপাধ্যায়,
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

নবীন তেজে।

অতীতের ব্যথা হৃদে যাহা আছে
যেতে দাও আজি চলিয়া—
নবীন তেজে, পূর্ণ আমোদে
উঠুক হৃদয় ভরিয়া।

সুখের স্বপন ভেঙ্গে গেছে যা'র
হৃদয় যাহার দুর্ব্বহ ভার,—
মুক্ত কর সে হৃদয়ের দ্বার—
উজ্জ্বল পথ চাহিয়া—
অতীতের ব্যথা হৃদে যাহা আছে
যেতে দাও আজি চলিয়া।

অলস শয়নে শুয়েছে যে জন
উৎসাহ কি যে জানে না কখন
হু, হু, করে' সদা কাঁদে যা'র মন
উঠো সে আজিকে জাগিয়া—
অতীতের কথা ভাবিও না আর
যেতে দাও তা'রে চলিয়া।

(মোদের)
নব জীবনের এই তো প্রভাত
মধ্যাহ্ন মোদের হ'বে সমাগত
এই ভেবে সবে কর্ম্মে হও রত
ভগবৎ-নাম স্মরিয়া—
পূর্ণ আমোদে ভবিষ্যের ছবি
লওগো আজিকে তুলিয়া।

শ্রীসতীশচন্দ্র বক্সী,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, "বি" শাখা।